আবেদনের সাথে নতুন দালিলিক সাক্ষ্য (Fresh Evidence) হিসেবে দাখিল করেছিলেন। কিন্তু আদালত এই দালিলিত সাক্ষ্যকে বিবেচনায় নেননি।

- জেরায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে, তার তদন্তকালে রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বা শান্তি কমিটির সংশ্লিষ্ট কোন তালিকায় আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের নাম ছিল মর্মে তিনি কোন প্রমাণ পাননি। তাহলে আদালত কিসের ভিত্তিতে তাকে আলবদরের কমান্ডার সাব্যস্ত করলেন?

- স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে (১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত) তদানীন্তন জাতীয় গণমাধ্যমে আল-বদর কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ ছাপা হয়েছে; এমনকি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তাদেরকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। অথচ ঐসব সংবাদ ও বিজ্ঞপ্তিতে শহীদ মুজাহিদের নাম কেউ উল্লেখ করেনি। সত্যিই যদি তিনি আল-বদর বাহিনীর শীর্ষ কমান্ডার হতেন, তাহলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তার নাম কেউ উল্লেখ করেনি কেন?

- বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নিয়ে ১৯৭২ সালে দালাল আইনে ৪২টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কোনটিতেই শহীদ মুজাহিদকে আসামী করা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ এই মামলাগুলোর নথি আদালতে উপস্থাপন করেনি। অথচ ৪২ বছর পর কিভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সকল দায়-দায়িত্ব তার উপর চাপানো হয়েছে?

- ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য জহির রায়হানকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রথিতযশা সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম এবং ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষ এই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তদন্ত রিপোর্ট ট্রাইব্যুনালে জমা দেয়নি এবং তদন্তকালে তাঁদের কারো সাথে আলোচনাও করেনি। কেন রাষ্ট্রপক্ষ এই তদন্ত রিপোর্ট জাতির সামনে প্রকাশ করেনি?

আপিল বিভাগ সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে হত্যার জন্য শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেননি। আন্দাজ ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে ১৯৭১ সালে নিহত সকল বুদ্ধিজীবী হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার জন্য তাকে দায়ী করা হয়েছে।

অভিযোগ গঠনের পর শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ট্রাইব্যুনালে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের সময় ট্রাইব্যুনালে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে নিজেকে একশত ভাগ নির্দোষ দাবি করে বলেন, স্বাধীনতার ৪০ বছরেও আমার বিরুদ্ধে দেশের কোথাও কোন মামলা তো দূরের কথা একটি সাধারণ ডায়েরিও হয়নি। অথচ আজ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কারণেই আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। আর এ বিচারে আমার জন্মগত অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আজ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি, আল্লাহ সাক্ষী, আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান এ টি এম ফজলে কবিরের নেতৃত্বে অপর দুই সদস্য ওবাইদুল হাসান ও শাহিনুর ইসলাম মুজাহিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠ করে দোষী না নির্দোষ এমন প্রশ্ন করলে আদালতের অনুমতি নিয়ে মুজাহিদ তার অবস্থান তুলে ধরে এসব কথা বলেন। ট্রাইব্যুনাল মুজাহিদকে তার বক্তব্য দেয়ার জন্য পাঁচ মিনিট সময় বেঁধে দেয়।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তার বক্তব্যের শুরুতেই ট্রাইব্যুনালের তিন সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি কখনো পলাতক ছিলাম না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রকাশ্যে চলাফেরা করেছি। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আমি ফরিদপুরে বায়তুল মোকাদ্দেম মসজিদ কমপ্লেক্স, ইয়াতিমখানা ও নারায়ণগঞ্জে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি। অথচ বাংলাদেশের কোথাও মামলা হয়নি, জিডি হয়নি। অভিযোগপত্রে উল্লেখিত স্থানগুলোতেও আমার বিরুদ্ধে মামলা বা জিডি নেই। অপরাধী বা অভিযুক্তের